ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার যৌথ মন্ত্রী পর্যায় কমিশনের নবম অধিবেশন

১) ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার যৌথ মন্ত্রী পর্যায়ের কমিশনের (জেএমসি) নবম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল ডারবানে, ১৯ মে ২০১৫। যুগ্মভাবে অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় মাইটি কোয়ানা-মাশাবানে এবং ভারতের পররাষ্ট্র বিষয়ক বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ। জেএমসি-র অধীন সাতটি উপ-কমিটির কর্মকর্তারাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

২) জেএমসি-র কাজকে আরও ফলাফল ভিত্তিক করার জন্য দুই মন্ত্রী আগামী পাচ বছরের জন্য সহযোগিতামূলক কৌশলগত কর্মসূচির রূপরেখা মেনে কাজ করতে সহমত হন। সহযোগিতার ব্যাপারে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে— প্রতিরক্ষা, গভীর খনন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিমা। কাজের সুবিধার জন্য বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে একটি নতুন যৌথ কর্মদ্যোগী বিভাগ (জয়েন্ট ওয়াকিং গ্রুপ) তৈরি করা হবে। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ আফ্রিকার দিক থেকে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা পক্ষপাতমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ)-প্রস্তাব দেওয়া হয়। ভারত একে স্বাগত জানিয়েছে। এ বিষয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই আলোচনা শুরু হবে।

৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর একটি নতুন উপ-কমিটি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে। এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি (এমএসএমইএস)-র উদ্যোগগুলির ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

৪) জিএমসির অধিবেশনের আগে পররাষ্ট্র মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ মহামান্য প্রেসিডেন্ট জেকব জুমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নয়াদিল্লিতে ২০১৫-র অক্টোবরে আয়োজিত তৃতীয় ভারত-আফ্রিকা ফোরাম সম্মেলন (আইএএফএস)-এ তাঁকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

মোদি যে জুমারকে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছন তা জানান। পাশাপাশি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমন্ত্রণ জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাশাবানেকেও। প্রেসিডেন্ট জুমার এবং পররষ্ট্রমন্ত্রী মাশাবানে দু'জনেই এই আমন্ত্রণে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এবং সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেছেন।

৫) পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাশাবানে আশ্বাস দিয়েছেন পরমাণু বিদ্যুৎশক্তি সরবহারকারী গোষ্ঠী (এনএসজি)-তে ভারতের সদস্যপদ পাওয়ার ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকা সমর্থন করবে।

৬) এছাড়াও দুই মন্ত্রী আলোচনা করেছেন ব্রিকস, আইবিএসএ, আইওআরএ, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী, সাইবার নিরাপত্তা, বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে জাতি সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার-সহ আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বিষয় নিয়ে। তাঁরা জাতি সঙ্ঘের নিরাপত্তা বিষয়ের প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যাপারে সহমত হয়েছেন। তাঁরা একমত হয়েছেন, ২০১৫ সালে জাতি সঙ্ঘের যে ৭০তম বার্ষিকী হচ্ছে, যেখানে সংস্কার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে।

৭) মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ এবং মন্ত্রী মাশাবানে পরস্পরের সুবিধাজনক তারিখে ভারতে পরবর্তী যৌথ মন্ত্রী পর্যায়ের কমিশনের বৈঠক করার ব্যাপারে সহমত হয়েছেন।

ডারবান

মে ১৯, ২০১৫